যুক্ত হয়ে মুক্ত

(United We Stand)

Vocational Training Program in the Ready Made Garment Sector

manusher jonno
promoting human rights and good governance

Terre des hommes
Proteggiamo i bambini insieme

গত প্রায় ৪০ বছর হতে বাংলাদেশ গার্মেন্টস শিল্পে কাজ করে বর্তমানে প্রথম সারিতে অবস্থান করে নিয়েছে। যেখানে নারী শ্রমিকদের কাজের বিপুল সম্ভাবনার সৃষ্টি হয়েছে। বর্তমানে প্রায় ৪৫ লাখ নারী সারা দেশের বিভিন্ন পোশাক কারখানায় কাজ করছে এবং ভালোভাবে উপার্জন করে নিজের ও পরিবারের উন্নতি সাধন করছে। এভাবে নারীরা স্বাবলম্বী হবার মাধ্যমে পরিবারে, সমাজে ও দেশের বিভিন্ন ক্ষমতা কাঠামোতে তাদের অবস্থান ক্রমশ শক্ত করছে।

মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন চাইছে 'যুক্ত হয়ে মুক্ত' প্রকল্পের মাধ্যমে সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীর যুব নারীদের গার্মেন্টস শিল্পে কাজে নিয়োগের মাধ্যমে তাদের জীবনমানের পরিবর্তন ঘটাতে। যার ফলস্বরূপ যুব মহিলারা কারিগরি প্রশিক্ষণের সুযোগ পাচ্ছে এবং পরবর্তীতে তৈরি পোশাক কারখানাসমূহে কাজে যোগদান করছে। পাশাপাশি নারী শ্রমিকদের নেতৃত্ব বিকাশ, শ্রমআইন সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি, কর্মক্ষেত্রে নারীর প্রতি সহিংসতা হ্রাস পাচ্ছে।

প্রকল্পের সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য

১. সম্ভাব্য ও ইতিমধ্যে অভ্যন্তরীণভাবে অভিবাসিত বিভিন্ন সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীর যুব মহিলারা তৈরি পোশাক শিল্পে কাজের জন্য অভিবাসন সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় তথ্য ও সুযোগ-সুবিধার বিষয়ে অবহিত হবে।

২. বস্তিতে অবস্থানরত তৈরি পোশাক শিল্পের নারী শ্রমিকরা সংগঠিত হবে, স্বতঃস্ফূর্তভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করবে এবং তাদের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলোকে নিয়ে এ্যাডভোকেসি করবে।

৩. স্থানীয় পর্যায়ে সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠী ও পোশাকশিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহের দায়বদ্ধতা, আন্তরিকতা ও আইনানুগ জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে প্রস্তাবিত প্রকল্পটির কার্যক্রম বাস্তবায়িত হবে।

এই প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে যা হবে

- **সচেতনতা বৃদ্ধি :** সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীর যুব মহিলারা কর্মক্ষেত্রে তাদের অধিকার ও শ্রম আইন সম্পর্কে সচেতন হবে
- **দক্ষতা বৃদ্ধি :** বাংলাদেশের পোশাক শিল্পের জন্য দক্ষ নারী শ্রমিক তৈরি হবে
- **নারীর প্রতি সহিংসতা রোধ :** কর্মক্ষেত্র ও পরিবার উভয় ক্ষেত্রে নারীর প্রতি সহিংসতা হ্রাস পাবে
- **নিরাপদ কর্মপরিবেশ সৃষ্টি :** মালিক, শ্রমিক, কারখানা ব্যবস্থাপনা ব্যক্তির মধ্যে সম্পর্ক উন্নয়নের মাধ্যমে নিরাপদ কর্মপরিবেশ সৃষ্টি হবে

এই প্রকল্পের প্রত্যক্ষ ফলাফল

- নারী শ্রমিকরা দক্ষ এবং সংগঠিত হবেন
- নারীর অধিক উপার্জন ক্ষমতা তৈরি হবে
- নারীর দরকষাকষির ক্ষমতা তৈরি হবে
- নারী শ্রমিকরা এ্যাডভোকেসি এবং নেতৃত্ব বিকাশের প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষ হবেন
- গার্মেন্টস মালিক ও ব্যবস্থাপকদের সাথে মতবিনিময় এর মাধ্যমে শিল্পে মালিক-শ্রমিকবান্ধব পরিবেশ তৈরি হবে।
- ‘নারীর প্রতি সহিংসতা’ বিষয়ে সুশীল সমাজের প্রতিনিধিদের সঙ্গে আলোচনার মাধ্যমে সমাধানের পথ বেরিয়ে আসবে।

প্রকল্পের মাধ্যমে পরিচালিত প্রশিক্ষণ সেন্টার বিষয়ক তথ্যাদি

যুক্ত হয়ে মুক্ত প্রকল্পের মাধ্যমে মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন গাজীপুরের মাওনায় একটি পোশাক শিল্পের সম্ভাব্য নারীকর্মীদের জন্য একটি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র পরিচালনা করছে। এখানে ১৮-২৫ বছর বয়সী নারীদের দুই মাসব্যাপী আবাসিক প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। প্রশিক্ষণ সফলভাবে শেষ করার পর এই নারীরা গার্মেন্টস কারখানায় অপারেটর পদে যোগদান করতে পারছেন।

প্রশিক্ষণার্থীদের যোগ্যতা কী হবে

১. শিক্ষাগত যোগ্যতা : কমপক্ষে ৫ম শ্রেণী পাস হতে হবে। বাংলা লিখতে ও পড়তে জানতে হবে। ইংরেজি সংখ্যা ও অক্ষর চিনতে হবে।

২. বয়স : কমপক্ষে ১৮ বছর

৩. ওজন : ৪০ কেজির নিচে নয়। তবে দেখতে বাচ্চাদের মতো হলে চলবে না

৪. প্রয়োজনীয় কাগজপত্র :

ক. শিক্ষাগত যোগ্যতার সনদের ফটোকপি; (সর্বশেষ যে শ্রেণীতে পড়েছে)

খ. জাতীয় পরিচয়পত্রের ফটোকপি (যদি থাকে)

গ. জন্ম নিবন্ধন সনদের ফটোকপি

ঘ. ইউনিয়ন পরিষদ/পৌরসভার চেয়ারম্যান কর্তৃক নাগরিকত্ব সনদ ও পরিচয়পত্র;

ঙ. সাম্প্রতিক তোলা ৭ কপি পাসপোর্ট ও ৩ কপি স্ট্যাম্প সাইজের রঙিন ছবি।

প্রশিক্ষণার্থীদের যে নিয়ম মানা বাধ্যতামূলক

- ✓ দুই মাস মেয়াদি প্রশিক্ষণ শেষ করে বাংলাদেশের যে কোনো গার্মেন্টস ফ্যাক্টরিতে কমপক্ষে ৩ (তিন) মাস চাকরি করার মানসিকতা থাকতে হবে।
- ✓ প্রশিক্ষণ চলাকালীন সময় প্রশিক্ষণ সেন্টারের সব ধরনের নিয়মনীতি মেনে চলতে হবে।
- ✓ প্রশিক্ষণ চলাকালীন সময় বিশেষ কারণ ছাড়া ছুটি নেয়া যাবে না।
- ✓ প্রশিক্ষণার্থীদের পিতা/মাতা/স্বামী ছাড়া আর কারো সঙ্গে দেখা করার সুযোগ থাকবে না।
- ✓ কোনো প্রশিক্ষণার্থীর আইনগত অভিভাবক দেখা করতে চাইলে সহযোগী সংস্থার চিঠি সঙ্গে করে আনতে হবে।

প্রশিক্ষণার্থীরা যে সুযোগ-সুবিধা পাবে

- ✓ মানুষের জন্য ফাউন্ডেশনের ট্রেনিং সেন্টারে প্রশিক্ষণার্থীদের খাওয়া ও থাকার ব্যবস্থা করা হয়।
- ✓ প্রশিক্ষণ শেষে সার্টিফিকেট প্রদান করা হয়।
- ✓ প্রশিক্ষণ শেষে মানুষের জন্য ফাউন্ডেশনের মাধ্যমে চাকরির ব্যবস্থা করা হয়।
- ✓ চাকরিতে যোগদানের সময় প্রাথমিকভাবে ৫,৩০০/- (পাঁচ হাজার তিনশত) টাকা বেতন দিয়ে শুরু হয়, তবে বেতন কাজের মূল্যায়নের মাধ্যমে দক্ষতা অনুযায়ী বৃদ্ধি হয়ে থাকে।

মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন
বাড়ি ৪৭, রোড ৩৫/এ, গুলশান ২, ঢাকা ১২১২, বাংলাদেশ
ফোন : +৮৮-০২-৯৮৫০২৯১-৪, ৯৮৯৩৯১০, ফ্যাক্স : +৮৮-০২-৯৮৫০২৯৫
ওয়েব : www.manusherjonno.org